# মুখোমুখি

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সাথে আশীষ বাবলুর সাক্ষাৎকার

শিলাইদহ গ্রাম পাবনা শহর আর পদ্মা নদীর এপার ওপার। সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সাহাজাদপুর। পদ্মা পার হতে গিয়ে তার রনঙ্গিনী রূপ দেখে মনে হলো এ নদী যে না দেখেছে সে বাংলাদেশ দেখেনি। জলতরঙ্গের দামামা বাজিয়ে শত শত যোদ্ধা ছুটছে। এপারে ভাঙ্গছে ইতিহাস ওপারে গড়ছে ভুগোল। আমার গন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কুটিবাড়ী। রবীন্দ্রনাথকে দেখার আগে পদ্মা নদীকে একবার দেখে নেওয়া জরুরী। কবির প্রিয় নদী পদ্মা আর রবীন্দ্রনাথতো নদীমাতৃক কবি।

শাহজাদপুর বাজার পার হতেই চোখে পড়লো দোতলা হলুদ রঙ এর কুটিবাড়ীটি। উত্তরে বিরাট মাঠ। মাঠের এক কোনে অশত্থ গাছ। সামনে বাগান। অনেক রকম ফুলের গাছের পাশে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে একটি কামিনী ফুলের গাছ। ঐ ফুলের গন্ধ মস্তিষ্কে প্রবেশ না করিয়ে কুটি বাড়ীতে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। দরজা পার হতেই দেখি দোতলায় উঠবার সিড়ি। প্রথম যে ঘরটি দেখলাম সে ঘরের কাচের আলমারিতে কাচের এবং চিনে মাটির বাসনে ঠাসা। দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বোঝা গেলো এটি জমিদার রবীন্দ্রনাথের দরবার কক্ষ। মাঝখানে বিরাট একটা শ্বেত পাথরের টেবিল। মেঝের সতরঞ্জির উপর ফরাস পাতা। দেওয়ালে ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় স্বজনের কয়েকটি প্রতিকৃতি। এর পরের ঘরটি লাইব্রেরী। দশটি কাচের আলমারী ভরা তিন হাজার দুস্প্রাপ্য বই সাজানো। ভৃত্য এনাত আলী একমনে বইয়ের ধুলো ঝাড়ছে। সারাবাড়িতে দুপুরের নির্জনতা। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কবি কি ঘুমোচ্ছেন? এনাত আলী বললো - না উনি পুবের ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেককিছু কল্পনা করি আমরা কিন্তু দুপুরের ভুরিভোজন করে তাকিয়ায় মাথা দিয়ে নাক ডাকছেন এমন কল্পনা হাস্যকর ভাবে অসম্ভব। দুপুরে ঘুমানোকে তিনি কল্পনাশক্তির অবক্ষয় বলে মানতেন। বাংলার মধ্যান্নের রহস্যময় সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের মত আর কারো কলমে প্রকাশীত হয়নি। পুবের ঘরে ঢুকেই দেখলাম কবি বসে আছেন তার ইজিচেয়ারে। সামনে খোলা জানালা। কবির শান্ত সুন্দর আলোকিত দীর্ঘ অবয়ব। উজ্জল গৌরবর্ন। সমুজ্জল দুটি চোখ, ধব ধবে সাদা মেঘের মতো দাড়ি। চোখে রূপালি ফ্রেমের চশমা। আমাকে দেখেই একমুখ হেসে পাশের চেয়ারে বসতে ইশারা করলেন। আমি বললাম - ভেবেছিলাম এই অসময় ভর দুপুরে আপনি বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। কবি হেসে বললেন - 'তবে দিব্যি চিকচিকে গোল গাল হয়ে ওঠা যেতো।' আমি খাতা পেন্সিল বের করলাম। এত কাছে এত সহজে কবিকে পাবো কল্পনা করিনি। সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন তৈরী করে এনেছি। কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। কবিকে প্রথম প্রশ্ন ছিল:

**আশীষ:** আচ্ছা কাকে আমরা কবি বলতে পারি?

**ঠাকুর:** অন্য মানুষের সাথে কবিদের তফাত কি জানো? বিধাতার নিজের হাতের তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতেই ঘোচেনা। কোনদিন তাদের চোখ বুড়ো হয়না। তাই চির নবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়।

**আশীষ:** আর কবিত্ব?

**ঠাকুর:** নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধ্যে ও পকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।

**আশীষ:** আপনি সাহিত্যিক কেন হলেন?

**ঠাকুর:** পদ্ম ফুলকে যদি জিজ্ঞেস করো তুমি কেন হলে? সে বলবে আমি হবার জন্যই হলাম। সাহিত্যিকেরও সেই একটি জবাব।

**আশীষ:** ইদানিং আধুনিক কবিতা প্রচুর লেখা হচ্ছে আপনি আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কি ভাবেন?

**ঠাকুর:** আধুনিক কবিরা যে মিল বর্জন করে লাইন ভেঙ্গে কবিতা রচনা করছে তাতে কিছু দোষ নেই। গদ্য সহজ হলেও গদ্যছন্দ সহজ নয়।

**আশীষ:** জীবনানন্দ দাসের কবিতা পড়ে আপনার কেমন লেগেছে?

**ঠাকুর:** কবিতাগুলো পড়ে খুশী হয়েছি। লেখার রস আছে, স্বকীয়তা আছে, এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

**আশীষ:** কবিতার পাশাপাশি আপনি গানের জগতে কি করে এলেন?

**ঠাকুর:** আমার মনের মধ্যে নানা হৃদয়বেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে, সুরে, কথায় যখন সে বিশেষ হয়ে উঠে তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান।

**আশীষ:** তাহলে গান কবিতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

**ঠাকুর:** হ্যাঁ বাক্য যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই গানের শুরু। বাক্য যা বলতে পারে না গান তাই বলে।

**আশীষ:** কবিতার মতো গানের কি ছন্দ রয়েছে।

**ঠাকুর:** অবশ্যই কবিতার যেটা ছন্দ গানের সেটাই লয়। এই লয় জিনিসটা সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। আকাশের তারা থেকে পতঙ্কের পাখা পর্যন্ত সবাই একে মানে বলেই বিশ্ব সংসার এমন সুন্দর ভাবে চলছে অথচ ভেঙ্গে পরছেনা।

**আশীষ:** হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

**ঠাকুর:** আমাদের দেশের গাইয়েরা কিছুতেই মনে রাখেনা সঙ্গীতটা হচ্ছে একটা আর্ট। আর আর্টের প্রধান তত্ব হচ্ছে তার পরিমিতি। সীমা ছাড়িয়ে গেলেই তার বিকৃতি।

**আশীষ:** ওস্তাদদের আপনি কি পরামর্শ দেবেন?

**ঠাকুর:** সঙ্গীতে ওস্তাদির চেয়ে বড় একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে'দরদ' সঙ্গীত কৌশল প্রকাশের স্থান নয়, ভাব প্রকাশে স্থান।

**আশীষ:** বাংলার গ্রামে গঞ্জে যে সব গান রয়েছে তার মধ্যে কোন গান আপনাকে বেশী টানে?

**ঠাকুর:** বাউল গান। বাউল গান হিন্দু মুসলমান উভয়েরই একত্রে হয়েছে অথচ কেই কাউকে আঘাত করেনি।

**আশীষ:** এ বাড়ীতে ঢোকার সময় উত্তরের বাগানে দেখলাম কত ফুল ফুটে আছে। শুনেছি আপনিই এদের দেখাশুনা করেন?

**ঠাকুর:** বিশ্ব প্রকৃতির সাথে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধো সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবী করেনা। সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মত বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না। সে মানুষকে মুক্তি দিয়ে তাকে দখল করে নিতে চায় না।

**আশীষ:** এখানে আসতে আমাকে বেশ কয়েকখানা নদী পেড়োতে হলো, আপনিতো নদীকে ভালবাসেন তাইনা?

**ঠাকুর:** নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল, কিন্তু সব চেয়ে বড় দান দেশকে দেয় গতি। কিন্তু আজকাল নদীর দিকে তাকালে মনে হয় গাদাবোট বহন করে পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তার যে আর কোন বড় কাজ ছিল তা বুঝবার উপায় নেই।

**আশীষ:** আপনার কবিতায়, গানে সর্বত্রই সুন্দরের জয় দেখতে পাই কেন?

**ঠাকুর:** সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে। সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। সুন্দর প্রেরণা দেয়। সৌন্দর্য আমাদের উপকার করে বলেই সুন্দর নয়, সুন্দর বলেই উপকার করে।

**আশীষ:** পৃথিবীকে আপনি কি চোখে দেখেন?

**ঠাকুর:** আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালবাসি। এর মুখে সুদুর ব্যাপি একটা বিষাদ লেগে আছে। পৃথিবী যেন বলছে – আমি দেবতার মেয়ে অথচ দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনা। জন্ম দেই, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনা। আমি আরম্ভ করি কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারিনা।

এই পর্যন্ত এসে আমাদের একটু থামতে হলো। এনাত আলী একটা চিনেমাটির প্লেটে তিনটি সন্দেশ ও দুটি পরোটা আর ঝকঝকে কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল আমার পাশের টেবিলে রেখে গেলো। কবি বললেন, খাও, বাবুর্চি কলিমুদ্দি মিঞার স্পেশাল বিশুদ্ধ রেড়ির তেলে সেকা পরোটা। একসঙ্গে ঔষধ এবং পথ্য। আমি একটা সন্দেশ এবং কিছুটা পরটা মুখে দিয়ে আবার শুরু করলাম। ঔষধ হোক বা পথ্য তবে খেতে দুটোই সুস্বাদু হয়েছে।

**আশীষ:** মাতৃভাষার গুরুত্ব মানুষের জীবনে কতটুকু?

**ঠাকুর:** আমরা যেমন মাতৃক্রোরে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোরে আমাদের জন্ম। এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

**আশীষ:** ইংরেজী ভাষা না জানলে বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের চলা যে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

**ঠাকুর:** ইংরেজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নয়।

**আশীষ:** বাংলাভাষা এখন ইংরেজী চাপে বড় কষ্টে আছে। বাংলা জানেনা এমন বাঙ্গালীর মাঝে মধ্যেই চোখে পরে।

**ঠাকুর:** সাহেব যদি হেসে বলে বা তুমিতো ইংরেজী মন্দ বল না। তারপর থেকে বাংলা চর্চা করা তার পক্ষে বড়োই কঠিন হয়ে ওঠে।

**আশীষ:** আপনিতো উঠতে বসতে সাহেবদের সানিধ্য পাচ্ছেন, তাদের আপনি কি চোখে দেখেন?

**ঠাকুর:** সাহেব যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন `yours truly' সত্যিই তোমারই, তখন তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মিয়তার 'সত্যই' পদটুকুকে তর্জমা করে আমি এই বুঝি– তিনি সত্যিই আমার নহেন।

**আশীষ:** আপনিতো অনেকদিন বিলেত ছিলেন প্রতিবেশী ইংরেজদের কেমন লাগতো?

**ঠাকুর:** আমি এবং আমার প্রতিবেশী ইংরেজ এক জায়গায় বাস করি কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনের ছন্দ আমার থেকে সতন্ত্র। সেই জন্যই তার খেলার সাথে আমার খেলা মেলেনা।

**আশীষ:** ইংরেজ মেয়েদের কেমন লাগতো?

**ঠাকুর:** ইংরেজ মেয়েদের মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। ননীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপর একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোট। সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘ পল্লব বিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র। দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়।

**আশীষ:** গীতাঞ্জলী সম্বন্ধে কিছু বলুন?

**ঠাকুর:** ওটাযে কেমন করে লিখলাম এবং কেমন করে লোকের এত ভালো লেগে গেল সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলাম না।

**আশীষ:**আপনিতো নিজেই গীতাঞ্জলীর কবিতাগুলো ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন?

**ঠাকুর:** অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহ বসন্তযাপন করছিলাম তখন গীতাঞ্জলী থেকে ছোট ছোট গান ইংরেজী গদ্যে তর্জমা করেছিলাম। মুহুর্তের জন্য মনে করিনি সেগুলো কাজে লাগবে বিশেষত ইংরেজী ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেষমাত্র অহংকার নেই।

**আশীষ:** নোবেল প্রাইজ পেয়ে আপনার অনুভুতি কি?

**ঠাকুর:** বিলেতে রাস্তায় দুষ্ট বালকরা কৌতুক করবার জন্য কুকুরের ল্যাজে ঝুমঝুমি বেধে দেয়। আমার নামের পেছনে তেমন একটা ঝুমঝুমি বাধা হয়েছে চলতে গেলেই শব্দ হয়।

**আশীষ:** সমালোচকরা সব সময় এ দেশে কেউ ভাল কিছু করলেই তার পেছনে লেগে যায় আপনি এদের কী মনে করেন?

**ঠাকুর:** যে মশক হস্তীকে বিব্রত করে তোলে সে মশক হস্তির চেয়ে বড় নয়।

**আশীষ:** সমালোচকদের লেখা পড়লে মনে হয় তারা সবজান্তা । আপনি কি বলেন?

**ঠাকুর:** পৃথিবীতে বড় হওয়া শক্ত। কিন্তু নিজেকে বড় মনে করা সবচেয়ে সহজ।

**আশীষ:** জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আপনি এত সোচ্চার কেন?

**ঠাকুর:** আজকের দিনে একথা বলার সময় এসেছে মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তারমধ্যে কোন জাতীয়তা বা বর্নভেদ নেই।

**আশীষ:** জাতীয়তাতো এক ধরনের দেশকে ভালবাসার প্রকাশ তাইনা?

**ঠাকুর:** না, যে মানুষ সংকীর্ণভাবে একান্তভাবে স্বদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ. তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না।

**আশীষ:** আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে আপনার কি মনে হয়?

**ঠাকুর:** শিক্ষাকে আমরা বাহন করলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করে গেলাম।

**আশীষ:** দেশে এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভরে গেছে। তাদের ভবিষ্যৎ কি?

**ঠাকুর:** ইস্কুলের বেঞ্জিতে বসে যারা শুধু ইংরেজী পড়া মুখস্ত করলো তারা দেশ বলতে বুঝলো শিক্ষিত সমাজ, ময়ুর বলতে বুঝলো তাদের পেখম, হাতি বলতে বুঝলো তার গর্জদন্ত।

**আশীষ:** দেশ চালাতে তো ইংরেজী জানা শিক্ষীত লোকের দরকার।

**ঠাকুর:** আমাদের ইংরেজী পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে বলে আমরা উভয়ে ভাই তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝতে পারে না।

**আশীষ:** বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলুন

**ঠাকুর:** আমরা বাঙ্গালীরা অধিকাংশই চিন্তাশীল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীন চিন্তাশীল। স্বাধীন চিন্তার অর্থ এই,যে চিন্তার কোন অবলম্বন নেই, যার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা বা সন্ধান প্রমান বা দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না।

**আশীষ:** আর যাই বলুন পলিমাটির দেশের বাঙ্গালী কিন্তু বড় অভিমানী।

**ঠাকুর:** যে সব বিষয়ে অক্ষম যে কথায় কথায় অভিমান প্রকাশ করে থাকে। এই অভিমান জিনিসটা বাঙ্গালী প্রকৃতির মজ্জাগত নির্লজ্জ দুর্বলতার পরিচয়।

**আশীষ:** বাঙ্গালী সম্বন্ধে আপনার এত রাগ কেন?

**ঠাকুর:** পৃথিবীর সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজেদের নাম খুদিতেছে। বাঙ্গালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতায় লেখা থাকবে।

**আশীষ:** আমাদের দেশের নেতাদের দেখে আপনার কি মনে হয়?

**ঠাকুর:** নেতাদের 'মত' কী তাতো বারবার শুনছি, তাদের কাজ কী কেবল সেটাই দেখা হলোনা।

**আশীষ:** দেশের জনসাধারন?

**ঠাকুর:** মুখে আমরা যাই বলি দেশ বলতে আমরা বুঝি, সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ, জনসাধারণকে আমরা বুঝি ছোটলোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল ধরে আমাদের অস্তিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।

**আশীষ:** দেশেতো কিছু কিছু উন্নতি হচ্ছে?

**ঠাকুর:** আমরা উন্নতির পালে একটু খানি ফু দিচ্ছি, তবে যতখানি গাল ফুলছে ততখানি পাল ফুলছেনা।

**আশীষ:** কিছুদিন আগে আপনার চোখের বালি' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে। সমাপ্তিটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। এমন ভাবে গল্পটা শেষ করলেন কেন?

**ঠাকুর:** চোখের বালি' বেরোবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটায় আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ব হওয়া উচিত।

**আশীষ:** আপনার প্রথম প্রেয়সী ?

**ঠাকুর:** এ জীবনে কবিতাই আমার প্রথম প্রেয়সী। তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ সহ্য হয়না।

**আশীষ:** আপনার বেঁচে থাকা?

**ঠাকুর:** বিশ্বজগতে আমার প্রায় কোন কিছুতেই ঔদাসীন্য নেই, তার মানে আমি খুব ব্যাপকভাবে বেঁচে আছি।

**আশীষ:** জীবনের আইডিয়াল?

**ঠাকুর:** আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্ছে যখন যে কর্তব্য স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণু ভাবে বহন করা।

**আশীষ:** পারিবারিক আসক্তি?

**ঠাকুর:** আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়। কোনো মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়।

**আশীষ:** আপনার সমস্যা?

**ঠাকুর:** আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন সমস্যা আমার কবি প্রকৃতি।

**আশীষ:** হতভাগ্য দেশ?

**ঠাকুর:** যে দেশ প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায় অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারেনা। সে দেশ হতভাগ্য।

**আশীষ:** ধর্মতন্ত্র?

**ঠাকুর:** ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, দাসত্বের মন্ত্রপত্রে ধর্মতন্ত্র।

**আশীষ:** প্রবাসী বন্ধুদের জন্য কিছু বলুন?

**ঠাকুর:** যে অবস্থার মধ্যেই থাক জীবনের উদ্দেশ্যে ছোট করোনা। নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভেবোনা। বিষয়ী লোকেরা যে সমস্ত সংকীর্ণতার জালে জড়িয়ে থাকে তাকে শ্রদ্ধা করোনা।

**আশীষ:** ওদের গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেমন আছেন বলবো?

**ঠাকুর:** আপন সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ একা ।

(সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছি এই কথাটার মধ্যে চমক আছে সাথে আছে আমার নির্ভেজাল কল্পনা। আমি বিশ্বাস করি সাহিত্যে সবই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের নানা বই এর নানা উদ্ধৃতি টুকেছি গত পনেরো বছর। কবি বলেছিলেন-পন্ডিত হোস নে, বিদ্যান হোস. সেই কথা মনে রেখে কোন তথ্য সৃষ্টির চেষ্টা করিনি। প্রশ্নগুলো আমার হলেও উত্তরগুলো সমস্তটাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। লেখাটা পড়ে পাঠকের মনে কবির চিন্তা চেতনার যদি একটা অস্পষ্ট ধারণাও জন্মায় তবে বলবো আমার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে্ )

আশীষ : ashisbablu@yahoo.com.au